বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

কেন্দ্রীয় কমিটি

৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৬৭৯৭৫, ফ্যাক্স : ৯৫৫৮৫৪৫

www.wpbd71.org ই-মেইল : wpartymail@gmail.com

১৮ মার্চ ২০২১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নোয়াগাঁওয়ে আক্রমণের উস্কানীদাতা হেফাজতী নেতা মুমিনুল হকসহ সংশ্লিষ্টদের গ্রেফতার ও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা নেয়ার দাবি

.....বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

আজ ১৮ মার্চ, ২০২১ তারিখ বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে সুনামগঞ্জের একটি সংখ্যালঘুদের গ্রামে হেফাজতীদের আক্রমণ ভাংচুর, লুটপাটের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং এই আক্রমণের উস্কানীদাতা হেফাজতী নেতা মুমিনুল হক সহ সংশ্লিষ্টদের গ্রেফতারসহ তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছে।

ওয়ার্কার্স পার্টির বিবৃতিতে বলা হয়, 'মুমিনুল হকের বিরুদ্ধে ঐ গ্রামের এক যুবক ফেসবুকে কটুক্তি করায় তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও, দাঙ্গাকারি হেফাজতীদের বিরুদ্ধে পুলিশ এযাবত কোন ব্যবস্থা নেয় নাই। বরং পুলিশের বক্তব্যে হেফাজতীদের আক্রমণের সাফাই গাওয়া হয়েছে।'

ওয়ার্কার্স পার্টির উক্ত বিবৃতিতে আরো বলা হয়, 'এই মুমিনুল হক বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভেঙ্গে বুড়িগঙ্গায় ফেলে দেয়ার হুমকি দিলেও তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন অথবা প্রচলিত আইনে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় নাই। ঐ সমস্ত ঘটনাকে কার্পেটের নীচে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। একইসময় মুজিববর্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা আগমন নিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের কর্মসূচি গ্রহণের ব্যাপারে পুলিশ কর্তৃপক্ষ হুশিয়ারি উচ্চারণ করলেও পুলিশ মুমিনুল হক সহ হেফাজতী নেতারা বিভিন্ন সভা সমাবেশ, ওয়াজ মাহফিলে যে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় উস্কানিমূলক বক্তৃতা দিচ্ছে তাকে আমলে নেয়া হচ্ছে না। সরকার ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের এই আচরণ চরম বৈপরিত্যমুলক। সুনামগঞ্জে নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে যে হেফাজতিরা ঘটনা ঘটিয়েছে সেখানে কর্তৃপক্ষের নিশ্চুপতা দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশের অবনতি ঘটাবে এবং বঙ্গবন্ধুর যেখানে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারে চরম বিরোধী ছিলেন তাকেই প্রশ্রয় দেয়া হবে।'

বার্তা প্রেরক

(কামরুল আহসান)